আদর্শ নমুনা সম্পর্কিত ধারণা (Ideal Type Construct)

ম্যাক্স ওয়েবার বিশ্বাস করতেন যে, আদর্শ নমুনার মাধ্যমে সমাজতাত্ত্বিক বিষয়ে সাফল্যের সঙ্গে গবেষণাকার্য পরিচালনা করা সম্ভব। তিনি সমাজতাত্ত্বিক বিষয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে 'আদর্শ নমুনা সম্পর্কিত ধারণা' (Ideal Type Construct)-র কথা বলেছেন। বস্তুত ওয়েবার সামাজিক বিষয়সমূহকে কিছু নমুনার সাহায্যে আলোচনা করার উপর জোর দিয়েছেন। সমাজে অসংখ্য ও জটিল ঘটনা ও সমস্যাদি বর্তমান। তার ভিতর থেকে সুনির্বাচিত কিছু ঘটনা নিয়ে আলোচনা করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। তবে এক্ষেত্রে নির্বাচিত নমুনাসমূহ পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার দরকার এবং এইভাবে বাছাই করা নমুনাগুলিকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা দরকার। যদি এইভাবে সমাজতাত্ত্বিক বিষয়াদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়, তা হলে সমাজতাত্ত্বিক বিভিন্ন ধারণার জটিলতা ও অস্পষ্টতা অপসারিত করা সম্ভব হবে। এই পদ্ধতিতে নির্বাচিত নমুনাগুলির ভিত্তিতে যে কোন সামাজিক ঘটনাকে যথাযথভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করা যাবে। অধ্যাপক অ্যাব্রাহাম ও মরগ্যান (Francis Abraham and John Henry Morgan) তাঁদের *'Sociological Thought'* শীর্ষক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন : "Weber thought of the ideal types as a categorizing process enabling the scientist to contrast 'actual types' with their common ideals."

আদর্শ নমুনা

Scanned with CamScanner

সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা পদ্ধতি এবং সমাজতাত্ত্বিক মতবাদের ক্ষেত্রে আদর্শ নমুনার ধারণাটি হল ওয়েবারের এক অনবদ্য অবদান। আদর্শরূপ (ideal type)-এর ধারণা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ওয়েবার নব শ্লেটোবাদ, ভিলথীর ইতিহাসবাদ ও কান্টের অধিবিদ্যক ধ্যান-ধারনার সমন্বয় সাধনের উপর জোর দিয়েছেন। অধ্যাপক অ্যাব্রাহাম ও মরগ্যান (Francis Abraham and John Henry Morgan তাঁদের *'Sociological Thought'* শীর্ষক গ্রন্থে এ বিষয়ে বলেছেন ঃ "A creative confluence of neo-Platonism, Dilthey's historicism, and Kantian metaphysics gave rise to one of Weber's most distinguished contributions to sociological theory, viz., the ideal type." সমাজতাত্ত্বিক বিষয়াদির বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে ওয়েবারের আগ্রহ ও আন্তরিকতা অনস্বীকার্য। তবে সমাজতাত্ত্বিক আলোচনায় তিনি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উপায়-পদ্ধতিগুলিকে অন্ধভাবে অনুসরণের বিরোধী ছিলেন। এ বিষয়ে ইতিমধ্যে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ওয়েবার প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের দৃষ্টবাদী পদ্ধতির প্রয়োগের বিরোধিতা করেছেন কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত বিমূর্ততা সঞ্চারের ব্যাপারে সক্রিয় হয়েছেন। এবং এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই ওয়েবার আদর্শরূপের ধারণা গড়ে তোলার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, সমাজতাত্ত্বিক গবেষণাকে অধিকতর সম্মান ও সমৃদ্ধ করে তোলার ক্ষেত্রে আদর্শরূপের প্রয়োগ-পদ্ধতি বিশেষভাবে সহায়ক হবে।

আদর্শরূপের ধারনার গুরুত্ব

আধুনিক সামাজিক ঘটনাসমূহ বা বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনা প্রকৃতিগত বিচারে অনন্য। এ কথা মেনে নিয়েও বলা যায় যে, বিবিধ সামাজিক ঘটনার সামঞ্জস্যপূর্ণ বিষয়াদির পৃথকীকরণ ও শ্রেণীবদ্ধকরণ এবং বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা যায়। সমাজতাত্ত্বিক বিষয়াদির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক তথ্যাদির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর কেবলমাত্র কালক্রমই পর্যালোচনা করেন না। তাঁকে অন্যান্য ধরনের ঐতিহাসিক আলোচনাও করতে হয়। এবং এই সমস্ত আলোচনায় বৈজ্ঞানিক বিমূর্ততা বাঞ্ছনীয়। ক্যালভিন লারসন (Calvin Larson) তাঁর *'Major Themes in Sociological Theory'* শীর্ষক গ্রন্থে এ বিষয়ে বলেছেন ঃ ".....the ideal type was an attempt to deal with the problem of the historical relativity of conceptual types of means of the constructions of limited number of terms which could be used as constant generalizable abstractions."

ম্যাক্স ওয়েবার উপরিউক্ত বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে সমাজতত্ত্বের বিষয়াদি আলোচনা করার পক্ষপাতী। এক্ষেত্রে তিনি একটি আদর্শ বিষয় গড়ে তোলার ব্যাপারে আগ্রহী। এই আদর্শ বিষয়টির বাস্তব অস্তিত্ব নাও থাকতে পারে। আদর্শ বিষয়টি কাল্পনিকও হতে পারে। সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের মনোজগতে আদর্শ নমুনা বর্তমান থাকে। একটি সাধারণ নমুনা সমাজের

Scanned with CamScanner

the tendency to treat the ideal typology as a carte blanche solution to all social analysis. It is strictly a 'methodological device' and is not intended to suggest that social phenomena are essentially national complexes,....."

তিনটি পৃথক ক্ষেত্রে প্রয়োগ প্রসঙ্গে ওয়েবার তিন ধরনের আদর্শরূপের কথা বলেছেন। এক, বিশেষ প্রকৃতির ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে এক ধরনের আদর্শরূপের কথা বলা হয়েছে। এ হল প্রথম ধরনের আদর্শরূপ। এ ধরনের আদর্শরূপ সম্পর্কে অধ্যাপক অ্যাব্রাহাম ও মরগ্যান বলেছেন ঃ ".....ideal types of historical particulars which refer to specific historical realities such as 'Western City' 'Protestant ethic', or 'modern capitalism; .....' দুই, ঐতিহাসিক বাস্তবতার বিমূর্ত প্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে আর এক ধরনের আদর্শরূপের সৃষ্টি হয়। অধ্যাপক অ্যাব্রাহাম ও মরগ্যান এ বিষয়ে বলেছেন ঃ ".....ideal types which refer to abstract elements of the historical reality that are observable in a variety of historical and cultural contexts, such as 'bureaucracy' or 'feudalism'; ....." তিন, বিভিন্ন ধরনের সামাজিক ক্রিয়ার নির্দেশক হিসাবে এক ধরনের আদর্শরূপের কথা বলা হয়। অধ্যাপক অ্যাব্রাহাম ও মরগ্যান মন্তব্য করেছেন ঃ ".....ideal types 'that constitutes rationalizing reconstructions of a particular kind of behaviour.' All propositions in economic theory may be said to fall in this category." প্রথম প্রকারের আদর্শরূপের উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, ওয়েবার পুঁজিবাদ ও প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মীয় বিশ্বাসের আদর্শরূপ গড়ে তুলেছেন। পুঁজিবাদ ও প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মমতের বিবিধ উপাদান বা দিক বর্তমান। অন্যান্য সকল দিককে বাদ দিয়ে ওয়েবার পুঁজিবাদ ও প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মমত উভয়ের কতকগুলি কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরেছেন। এক্ষেত্রে এই সমস্ত কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্যটি হল সর্বাধিক মুনাফার লক্ষ্যে যুক্তিসঙ্গত কার্যপ্রণালী, কার্যসম্পাদন সম্পর্কিত বিধি-ব্যবস্থা ও উৎপাদন পদ্ধতি। ওয়েবার ঐতিহাসিক বাস্তবতার বিমূর্ত প্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় প্রকারের আদর্শরূপের কথা বলেছেন। আমলাতন্ত্রের এবং কর্তৃত্বের আদর্শরূপ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ওয়েবার দ্বিতীয় ধরনের আদর্শ রূপের কথা বলেছেন। আমলাতন্ত্রের আদর্শরূপ গঠনের ক্ষেত্রে তিনি আমলাতন্ত্রের শুধুমাত্র যুক্তিগ্রাহ্য উপাদানসমূহ গ্রহণ করেছেন। আবার সামাজিক ক্রিয়া বিভিন্ন ধরনের। বিভিন্ন ধরনের সামাজিক নির্দেশক হিসাবে তৃতীয় প্রকারের আদর্শরূপের কথা বলা হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের সামাজিক ক্রিয়ার উদাহরণ হিসাবে এ ক্ষেত্রে তিন ধরনের সামাজিক ক্রিয়ার কথা বলা হয়েছে। এই তিন ধরনের সামাজিক ক্রিয়া হল ঐতিহ্যবাদী, যুক্তিবাদী উদ্দেশ্যসাধক এবং হৃদয়াবেগসম্ভূত। অধ্যাপক অ্যাব্রাহাম ও মরগ্যান

তিন প্রকারের আদর্শরূপ

Scanned with CamScanner

(Francis Abraham and John Henry Morgan) তাঁদের *Sociological Thought* শীর্ষক গ্রন্থে এ বিষয়ে বলেছেন ঃ "Essentially the ideal-type in the hands of sociologist is, according to Julien Freund, an orthodox Weberian, 'able to measure the gap between the ideal typical objectively possible action and the empirical action, and ascertain the part played by irrationality and chance or by the intrusion of accidental, emotional and other elements."

ওয়েবারের দুটি মৌলিক ধারণার ভিত্তিতে আদর্শরূপের ধারণা গড়ে উঠেছে। আদর্শরূপের ধারণার ভিত্তিস্বরূপ ওয়েবারের যে দুটি ধারণায় কথা বলা হয়, সেগুলি হল ঃ কার্য-কারণের ব্যাখ্যা (causal explanation) এবং ফেরস্তেহেন' (Verstehen) বা সহানুভূতিভিত্তিক অনুদর্শনমূলক মর্মগ্রহণের পদ্ধতি। আদর্শরূপের ধারণাকে প্রাথমিকভাবে বিভিন্ন ধরনের যৌক্তিক আচার-ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। আদর্শরূপ হল মূলত একটি মডেল বা নমুনা। সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গতভাবে আচরণ করতে গেলে একজন ক্রিয়াকারী কি করবে তারই নমুনা। এ রকম ক্ষেত্রে আদর্শরূপের মাধ্যমে সংক্ষিপ্ত ভাষা ও পদ্ধতির এক সামাজিক পরিবেশ প্রতিপন্ন হয়। এর দ্বারাই নির্দিষ্ট ধরনের আচার-ব্যবহারের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা যায়।

সমালোচকদের মধ্যে অনেকে এই অভিযোগ উত্থাপন করেন যে, আদর্শরূপ ব্যবহারের মাধ্যমে ওয়েবার সামাজিক বিষয়াদির উপর মূল্যবোধ আরোপ করেছেন। কিন্তু এই অভিযোগ অসত্য। আদর্শরূপ সম্পর্কিত ওয়েবারের ধারণা নৈতিক আদর্শের সঙ্গে সম্পর্ক রহিত। আদর্শরূপের মাধ্যমে যে পূর্ণাঙ্গ রূপের কথা বলা হয় তা পুরোপুরি একটি যৌক্তিক ধারণা। বাস্তবে কোন সামাজিক বা ঐতিহাসিক পরিস্থিতি-পরিমণ্ডলে এই আদর্শরূপ পুরোপুরিভাবে পাওয়া যাবে না। ওয়েবারের অভিমত অনুযায়ী আদর্শরূপকে কোন প্রমাণসাপেক্ষে তাত্ত্বিক প্রকাশ বা 'হাইপোথিসিস' (hypothesis) বলা যায়। ওয়েবার এ বিষয়ে বলেছেন ঃ "The elementary duty of scientific self-control, and the only ways to avoid serious and foolish blunders require a sharp, precise distinction between logically comparative analysis of reality by ideal-types in the logical sense and the value-judgement of reality on the basis of ideas." সকল রকম কল্পনাসাধ্য বা অভিজ্ঞতামূলক কাঠামো আদর্শরূপের মাধ্যমে বোধগম্য হবে, এমন দাবি ওয়েবার করেন নি। কারণ মানবসমাজের কাঠামোসমূহ অতিমাত্রায় জটিল প্রকৃতির। মানবজাতির সামাজিক-ঐতিহাসিক জীবনধারা অন্তহীন ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। এই কারণে সামাজিক বিজ্ঞানের আলোচনায় প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের দৃষ্টবাদ ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক দৃষ্টবাদের প্রয়োগের বিষয়টিকে অস্বীকার

মূল্যবোধ আরোপিত হয় নি

Scanned with CamScanner